|  |
| --- |
| **শিল্প মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩৫.৩৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ শতাংশে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (Allocation of Business) এ নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা অনুচ্ছেদ নেই। নারী উন্নয়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মত এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষভাবে কোন বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙগীকারও নেই। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

**২.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন:** যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস করছে। শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করছে।
* **পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ:** পণ্যের মান উন্নীতকরণের মাধ্যমে নতুন ও সম্প্রসারিত বাজার সৃষ্টি হবে এবং নারীর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
* **পরিবেশবান্ধব শিল্পের উন্নয়ন:** নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে, কর্মজীবী মায়েদের সুস্বাস্থ্য এবং তাদের পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
* **শিল্প উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরি:** বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
* **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা লাভজনক হলে অধিকহারে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

**৩.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

**দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা:** ট্যানারি শিল্পের দূষণ হ্রাসের ফলে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে। ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পসমূহের অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণপূর্বক এগুলো ঢাকা নগরীর বাইরে স্থানান্তর করার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মজীবি নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

**শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান:** বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং টিআইসিআই (বিসিআইসি)-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, শ্রমিকদের কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

**বিসিকের শিল্প নগরী-অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ:** শিল্প নগরী স্থাপন কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

**রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন :** দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ শিল্প-কারখানা Balancing, Modernisation, Replacement and Expansion (BMRE) এর মাধ্যমে চালু করা। প্লাস্টিক, মুদ্রণ, লবণ উৎপাদন শিল্প স্থাপনসহ বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৪.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর বা সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **প্রতিষ্ঠানের নাম** | **নারীর অংশগ্রহণ** |
| ০১ | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩১ জন |
| ০২ | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন | ১০ জন |
| ০৩ | পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর | ১১ জন |
| ০৪ | প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় | ০৮ জন |
| ০৫ | বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন | ২৮৭ জন |
| ০৬ | বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন | ১২ জন |
| ০৭ | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন | ৩০০ জন |
| ০৮ | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট | ৬৬ জন |
| ০৯ | বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন | ২৯০ জন |
| ১০ | বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র | ৩৩ জন |
| ১১ | বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট | ১৬ জন |
| ১২ | বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড | ০১ জন |

**4.২** **মন্ত্রণালয়/দপ্তর বা সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী নারীর সংখ্যা:**

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক ‍আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং Skill for Employment Investment program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ৭৮৫ জন নারীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩৬০ জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫২৩৩ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছেন।

**4.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**5.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ:**

**5.১ বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি এবং অগ্রগতির চিত্র:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| 1 | নারীদের হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ট্রেডে ১৬০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ৭৮৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| ২ | নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান | বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩টি ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান হচ্ছে |
| ৩ | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)-এ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | 1৩,৭৩১ অনগ্রসর মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।  |

**5.২** **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের অর্থনৈতিক মূলধারায় অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় অংশীজনদের সাথে নিয়ে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

* বিসিকের ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (SMCIF) ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও 64টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম ২০১৫ সাল হতে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে:

SMCIF মহিলা শিল্পোদ্যাক্তা নির্বাচন এবং তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন (ব্যবস্থাপনা) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিদ্যমান/প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প খাতে ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। SMCIF প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট 158.73 কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৯০.৩৪ শতাংশ;

SMCIF 1৩,৭৩১ অনগ্রসর মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার মাধ্যমে নারী নির্যাতন হ্রাসকরণ ও সামাজিকভাবে মহিলাদের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে SMCIF গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

* এসএমই (SME) ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, নারী-বান্ধব ব্যবসা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে:

এ পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশন হতে 2021-22 অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোটি ১০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৩৩.২৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়;

নারীবান্ধব বিভিন্ন ব্যবসা, যেমন: হ্যান্ডিক্রাফ্ট, ফ্যাশন ডিজাইন, বিউটি পার্লার, ফুড ও ক্যাটারিং, ফুড প্রসেসিং, আর্টিফিসিয়াল ফ্লাওয়ার এন্ড জুয়েলারি, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি ব্যবসায় নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া, নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একাউন্টিং, নেগোসিয়েশন, মার্কেটিং ইত্যাদি সংক্রান্ত ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ধরণের প্রশিক্ষণ ফাউন্ডেশন নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং নারী উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়োজন করে আসছে;

নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন (Matchmaking) আয়োজন, পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধিকরণ, নারী উদ্যোক্তাদের বিদেশে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতকরণ এবং মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ (EPB-এর সহযোগিতায়) ইত্যাদি;

ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে সিংগেল ডিজিটে (৯%) জামানতবিহীন ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি চালু ও বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন ও সেবামূলক ব্যবসার সাথে জড়িত নারী উদ্যোক্তাদের ৯% সুদে ঋণ প্রদান করছে;

নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও ব্যাংকারদের আগ্রহী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে জেন্ডার সেনসেটাইজেশন এবং ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ব্যাংকারদের সাথে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সংযোগকরণ (Loan Matchmaking) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়; এবং

যে সমস্ত নারী উদ্যোক্তা ঋণ পায়নি তাদের ঋণপ্রাপ্তির বিষয়ে প্রস্তুত করা (Readiness) এবং ঋণপ্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ফাউন্ডেশন পার্টনার ব্যাংকগুলোর সাথে যৌথভাবে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। বিগত অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় আইডিএলসি এবং ইস্টার্ণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

করোনা মহামারি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্র্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রাহক পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১০% নারীকে বিসিক ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে।

**6.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ

* শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা;
* উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
* বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব; এবং
* প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা।

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* **একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। পাশাপাশি নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;**
* নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাতের সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দরিদ্র নারীদের শ্রমিকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা। নারীদের হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
* ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে নারী শিল্পোদ্যোক্তারা যাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে জন্য প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা;
* বিসিক নকশা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩টি ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* পার্বত্য জেলাসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)-এ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* বিসিকের বিদ্যমান ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং বিসিকের ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
* বিসিকের নতুন বাস্তবায়িত শিল্পনগরীগুলোতে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হবে।